৫৬

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

হালচাল

রুমের অভাব ❑ ক্লাস করতে হয় বারান্দায়, জানালার ফাঁকে

॥ কৈলাস সরকার ॥

প্রয়োজনীয় ক্লাসরুমের অভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করতে পারছে না। ক্লাসরুমের যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি যেগুলো আছে সেগুলোর আয়তনও খুব ছোট। ফলে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী বসছে একেকটি ক্লাসরুমে। কখনওবা ক্লাসরুমের বাইরে বারান্দায় বা শিক্ষকদের রুমে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। কোন কোন অনুষদের এবং বিভাগের নিজস্ব কোন ভবন বা ক্লাসরুমও নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যখন ছিল মাত্র ৮/৯ হাজার তখন যে সকল ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল তা দিয়েই চলছে বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮ হাজার ছাড়িয়ে গেলেও নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়নি। দাপ্তরিক বা বিভাগীয় কাজে তো অসুবিধা হচ্ছেই। অনেক সময় রুটিন অনুযায়ী ক্লাস করাই সম্ভব হয় না শিক্ষার্থীদের।

ক্লাসের নির্দিষ্ট সময়ের আগে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের কার্যালয়ে সমবেত হয় এবং শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কোথায় ক্লাস করবে। এ সময় ছাত্রছাত্রীদেরও 'ফ্রি' রুমের সন্ধানে পাঠানো হয়। অনেক সময় কোন 'ফ্রি' রুম না পেয়ে বাধ্য হয়ে তাদেরকে শিক্ষকের রুমে বা বারান্দায় ক্লাস করতে হয়।

সমস্যার এখানে শেষ নয়। বর্তমানে যে ক্লাসরুমগুলো রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই প্রয়োজনের তুলনায় ছোট। একসাথে সব ছাত্রছাত্রীর জায়গা সংকুলান সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়ে বা জানালার ফাঁক দিয়ে শিক্ষকের বক্তব্য শোনে।

বারান্দায় বা শিক্ষকের রুমে ক্লাস নেয়ার অন্য একটি কারণও আছে। দেখা যায় কোন কোন শিক্ষক নিজেদের প্রয়োজনে তাদের ক্লাস নেয়ার দায়িত্বটি রুটিন অনুযায়ী সময়ের আগেই সেরে ফেলতে চান। অনেকে আবার পরবর্তী ক্লাসগুলো বিরতির সময় নিয়ে নেন। এ কারণে অনেক সময় ক্লাসরুম ফাঁকা না পেয়ে বারান্দা বা শিক্ষকদের রুমেই ক্লাস

হালচাল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

হালচাল ঃ বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেয়া হয়। এতে অনেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত জানতেও পারে না।

প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর অনুষদ বাণিজ্য অনুষদের নিজস্ব কোন ভবনই ছিল না। সম্প্রতি এ অনুষদের একটি নিজস্ব ভবন উদ্বোধন করা হলেও ছাত্রছাত্রীরা এখানে ক্লাস করতে পারছে না। এখনও তাদের কলাভবনে গিয়েই ক্লাস করতে হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে দু'টি অনুষদের কার্যক্রম চলে। কলা অনুষদ ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ মিলিয়ে কমপক্ষে এখানে ১৩/১৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ক্লাস করে। তবে ভবন মাত্র একটি। এখানেই ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষকরা সবচেয়ে বেশি ভোগে ক্লাসরুম সমস্যায়। অন্য অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস এখানে নেয়ার ফলে সমস্যা আরো বেড়েছে।

এ ব্যাপারে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, এ সমস্যা সমাধানের জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তিনি জানান, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ভবনটি চালু হলে এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

তিনি আরো জানান, প্রয়োজনের তুলনায় ক্লাসরুম ছোট থাকায় যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী দাঁড়িয়ে বা জানালার ফাঁক দিয়ে ক্লাস করে তাদের যাতে আর এ সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় এজন্যে, প্রত্যেক ক্লাসে সেকশন করার একটা চিন্তা-ভাবনা আমাদের রয়েছে। তাছাড়াও অতিরিক্ত ভবনের ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে।

কলাভবনেরই অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃত ও পালি বিভাগ দুটির নিজেদের কোন ঠিকানা নেই। যুগ যুগ ধরে তারা আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে তাদের যাবতীয় কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। এজন্য ভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ বারবার তাদের জায়গা ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে, অথচ এ ব্যাপারে কোন কিছুই করা হচ্ছে না বা সম্ভবপর হচ্ছে না।

কার্জন হলে প্রায় ৮/৯ হাজার ছাত্রছাত্রী ক্লাস করে। জানা গেছে এখানের অবস্থাও একই রকম। শুধু তাই নয়, এখানে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরিও নেই। লাইব্রেরি নেই। এছাড়া কার্জন হলের অনেক বিভাগেরই নিজস্ব কোন স্থান নেই। মাইক্রোবায়োলজির ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে হয় জুলজি বিভাগে গিয়ে। কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের জন্য রয়েছে মাত্র দু'টি ক্লাসরুম। তাদের ক্লাস করতে হয় বিভিন্ন বিভাগের ক্লাসরুমে।